Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

# আল্লাহর সিফাত


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আফসানা আক্তার আঁখি

রোলঃ 216021376


৩১ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

## আল্লাহর সিফাত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আফসানা আক্তার আঁখি

রোলঃ 216021376

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ্ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

### প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "আল্লাহর সিফাত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আফসানা আক্তার আঁখি, আইডিঃ 216021376 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

# ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ আল্লাহর সিফাত ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

**আফসানা আক্তার আঁখি**

আইডিঃ 216021376

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৪ ইং

# সূচীপত্র


আল্লাহর সিফাত....................................................................................7

সিফাত-এ-জালালিয়া (মহিমার গুণাবলী):.....................................................7

সিফাত-এ-জামালিয়া (সৌন্দর্যের গুণাবলী):...................................................8

আল্লাহর সিফাত জানা জরুরী কেনো?.........................................................9

আল্লাহর সিফাত শিখার উদ্দেশ্য.................................................................10

আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহ.......................................................................11

ইসমে আজম ও আল্লাহর সিফাত..............................................................18

ইসমে আজম কি? ....................................................................................18

ইসমে আজম কোনটি? ..............................................................................19

ইসমে আজমের ফজিলত............................................................................20

ইসমে আজম আছে কোন কোন আয়াতে?...................................................21

হাদিসের বর্ণনায় ‘ইসমে আজম’ ................................................................21

১.আল্লাহالله ...............................................................................................22

২.আর রহমানالرحمن.....................................................................................24

৩.আর-রহীমالرحيم .......................................................................................26

৪. আল-মালিকالملك......................................................................................28

৫.আল-কুদ্দুসالقدوس......................................................................................29

৬.আস-সালামالسلام......................................................................................30

৭.আল-মু'মিনالمؤمن ..................................................32
৮.আল-মুহাইমিনالمهيمن..................................................32
৯.আল-আ'জীজالعزيز..................................................33
১০.আল-জাব্বারু-الجبار..................................................35
১১.আল-মুতাকাব্বিইরالمتكبر ..................................................36
১২.আল-খালিক্বالخالق ..................................................37
১৩.আল-গফ্ফারالغفار..................................................37
১৪.আল-ক্বাহারالقهار ..................................................38
১৫.আল-ওয়াহ্হাবالوهاب ..................................................39
১৬.আর-রজ্জাক্বالرزاق ..................................................41
১৭.আল ফাত্তাহالفتاح..................................................42
আল্লাহর সিফাত নিয়ে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা ..................................................44
আল্লাহর নামে মানুষের নাম রাখা যাবে কি?..................................................45
আল্লাহর নামগুলোর মানবজীবনে প্রভাব ..................................................46

# আল্লাহর সিফাত

আল্লাহর সিফাত (صفات الله) হলেন আল্লাহর গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্যসমূহ যা তাকে চিহ্নিত করে এবং তার সত্তার বিভিন্ন দিক প্রকাশ করে। ইসলামী বিশ্বাস অনুযায়ী, আল্লাহর সিফাত দুই প্রকারে বিভক্ত করা যেতে পারে: সিফাত-এ-জালালিয়া (মহিমার গুণাবলী) এবং সিফাত-এ-জামালিয়া (সৌন্দর্যের গুণাবলী)। নিচে আল্লাহর কিছু প্রধান সিফাতের আলোচনা করা হলো:

## সিফাত-এ-জালালিয়া (মহিমার গুণাবলী):

**১.** আল-মালিক (الملك): সর্বাধিপতি:

আল্লাহ সর্বশক্তিমান রাজা এবং সমগ্র জগতের শাসক। তার শাসনের সীমা নেই এবং তার অধিকার সর্বত্র বিস্তৃত।

**২.**আল-আজিজ (العزيز): পরাক্রমশালী:

আল্লাহ পরাক্রমশালী এবং শক্তিশালী। তার শক্তি অপরাজেয় এবং তার ক্ষমতার কোন সীমা নেই।

**৩.**আল-জব্বার (الجبار): মহাপরাক্রমশালী:

আল্লাহ সেই সত্তা যিনি সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছুই ঘটতে পারে না।

**৪.**আল-মুতাকাব্বির (المتكبر): গৌরবময়:

আল্লাহ মহিমাময় এবং তার গৌরব সবকিছুর উপরে। তিনি সমস্ত কিছুর চেয়ে মহান এবং সম্মানিত।

## সিফাত-এ-জামালিয়া (সৌন্দর্যের গুণাবলী):

**১.**আল-রহমান (الرحمن): পরম করুণাময়:

আল্লাহ তার সৃষ্টির প্রতি অত্যন্ত করুণাময় এবং দয়াশীল। তার করুণা সমস্ত জীবের উপর সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

**২.**আল-রহিম (الرحيم): অতি দয়ালু:

আল্লাহ বিশেষভাবে তার ঈমানদারদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন এবং তাদের প্রয়োজন মেটান।

**৩.**আল-গাফুর (الغفور): ক্ষমাশীল:

আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং তার কাছে আসা প্রত্যেক পাপীকে ক্ষমা করেন যদি তারা সত্যিকার তাওবা করে।

**৪.**আল-হালিম (الحليم): ধৈর্যশীল:

আল্লাহ অত্যন্ত ধৈর্যশীল এবং তার সৃষ্টির পাপ ও ভুলত্রুটি সহ্য করেন, এবং তাদেরকে সংশোধন করার সুযোগ দেন।

অন্যান্য গুণাবলী

**৫.**আল-আলিম (العليم): সর্বজ্ঞানী:

আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং তার জ্ঞান অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সবকিছুর ওপর বিস্তৃত।

**৬.**আল-হাকিম (الحكيم): প্রজ্ঞাময়:

আল্লাহ প্রজ্ঞাময় এবং তার সমস্ত সিদ্ধান্ত ও কর্ম প্রজ্ঞা এবং বিচারবুদ্ধির ওপর ভিত্তি করে।

**৭.**আল-হাই (الحي): চিরঞ্জীব:

আল্লাহ চিরঞ্জীব, এবং তার অস্তিত্বের কোন শুরু বা শেষ নেই।

**৮.**আল-কায়্যুম (القيوم): সর্বদ্রষ্টা:

আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা এবং সবকিছুর ওপর নজর রাখেন এবং তাদের পরিচালনা করেন।

## আল্লাহর সিফাত জানা জরুরী কেনো?

আল্লাহর সিফাত বা গুণাবলী তার সত্তার বিভিন্ন দিককে প্রকাশ করে। এই গুণাবলীর মাধ্যমে মুসলমানরা আল্লাহকে ভালোভাবে বুঝতে পারে এবং তার প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি বাড়ে। আল্লাহর সিফাত সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা এবং তার গুণাবলীর প্রশংসা করা মুসলিমদের ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

আল্লাহর সিফাত জানা মুসলিমদের জন্য কয়েকটি কারণে জরুরি:

**আল্লাহর পরিচয়:** সিফাত বা গুণাবলী আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরে। এগুলো জানলে মুসলিমরা আল্লাহকে আরও ভালোভাবে বুঝতে পারে।

**ঈমানের মজবুত ভিত্তি:** আল্লাহর সিফাত সম্পর্কে জ্ঞান ঈমানকে মজবুত করে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও ভালোবাসা বৃদ্ধি করে।

**সঠিক ইবাদত:** আল্লাহর সিফাত সম্পর্কে জ্ঞান ইবাদতকে সঠিক ও গ্রহণযোগ্য করে তোলে। আল্লাহর গুণাবলী জানা থাকলে ইবাদতের সময় আল্লাহর যথাযথ মহিমা কল্পনা করা সহজ হয়।

**সহিহ আকীদা:** ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসগুলোর মধ্যে একটি হলো আল্লাহর একত্ববাদ (তাওহীদ) ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে সঠিক ধারণা রাখা। ভুল ধারণা থেকে বাঁচতে সঠিক সিফাত জানা গুরুত্বপূর্ণ।

**আত্মনির্ভরশীলতা ও ধৈর্য:** আল্লাহর গুণাবলী যেমন করুণাময়, ক্ষমাশীল, সর্বশক্তিমান ইত্যাদি জানা থাকলে জীবনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় মুসলিমরা আত্মবিশ্বাসী ও ধৈর্যশীল হতে পারে।

এভাবে, আল্লাহর সিফাত সম্পর্কে জ্ঞান মুসলিমদের ঈমান ও জীবনের প্রতিটি দিককে সমৃদ্ধ করে।

## আল্লাহর সিফাত শিখার উদ্দেশ্য

ইসলামে আল্লাহর সিফাত (গুণাবলি) শিখার উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ:

**আল্লাহকে সঠিকভাবে চেনা:** আল্লাহর সিফাত সম্পর্কে জানলে আমরা আল্লাহকে ভালোভাবে চিনতে পারি। এর ফলে, আমাদের ইমান ও আস্থা আরও দৃঢ় হয়।

**ইবাদাতের মান উন্নয়ন:** আল্লাহর গুণাবলি সম্পর্কে জানলে আমাদের ইবাদাতের গুণগত মান বৃদ্ধি পায়। আমরা বুঝতে পারি আল্লাহ সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সর্বদ্রষ্টা। এর ফলে আমাদের ইবাদাত আরও খাঁটি ও একনিষ্ঠ হয়।

**আল্লাহর প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসা বৃদ্ধি:** আল্লাহর সিফাত জানার মাধ্যমে আমরা আল্লাহর প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসা আরও গভীরভাবে অনুভব করতে পারি। এর ফলে আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করি।

**সঠিক পথনির্দেশনা পাওয়া:** আল্লাহর গুণাবলি সম্পর্কে জানলে আমরা আমাদের জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান আল্লাহর ওপর নির্ভর করে খুঁজে পাই। এর ফলে আমাদের জীবন যাপন সহজতর হয়।

**আত্মার উন্নতি:** আল্লাহর গুণাবলি জানার মাধ্যমে আমরা আমাদের আত্মাকে পবিত্র করতে পারি এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করতে পারি।

**ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা:** আল্লাহর বিভিন্ন গুণ সম্পর্কে জানলে আমরা আমাদের জীবনে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ হতে পারি। আল্লাহর রহমত ও করুণার কথা জানলে আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি।

এই উদ্দেশ্যগুলো মানুষকে আল্লাহর প্রতি আরও নিবেদিত ও সমর্পিত হতে সাহায্য করে।

## আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহ

কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে-

قُلِ ادْعُواْ اللّهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَـنَ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الأَسْمَاء الْحُسْنَى. ।

হে নবী! এদের বলো,তোমরা আল্লাহ বলে ডাক অথবা রহমান, যে নামেই ডাক "

১১০: তারই জন্য সুন্দরতম নামসমূহ। " - সূরা বনী ইসরাইল

সূরা ত্ব-হা তে বলা হয়েছে-اَللّٰہُ لَاۤ اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ ؕ لَہُ الۡاَسۡمَآءُ الۡحُسۡنٰی

“তিনি আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। সুন্দরতম নামসমূহ তারই।” -সূরা ত্ব-হা: ৮

এ আয়াতগুলোর তাফসীর প্রসঙ্গে সহীহ হাদিস থেকে জানা যায় আল্লাহর এমন নিরানব্বইটির(৯৯) অধিক  নাম আছে যেগুলো আয়ত্ত করলে মানুষ জান্নাতে পৌছাতে পাবে ইনশাআল্লাহ। হাদিসগুলো এখানে উল্লেখ করা হলো-

**১.**আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আল্লাহর নিরানব্বইটি অর্থাৎ এক কম একশটি নাম রয়েছে।যে ব্যক্তি সেগুলো আয়ত্ত করল সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

-সহীহ বুখারী,তাওহীদ অধ্যায়

**২.**আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম আছে, যে ব্যক্তি সেগুলো মুখস্থ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর আল্লাহ বেজোড় তিনি বেজোড়কেই।’

-সহীহ মুসলিম

**৩.** আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম আছে যে ব্যক্তি সেগুলো গুণে গুণে আয়ত্ত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

-তিরমিযী

**৪.**আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম আছে, যে ব্যক্তি সেগুলো গুণে গুণে আয়ত্ত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। নামগুলো হলো:

| | **আরবীতে** | **বর্ণান্তর** | **অনুবাদ** (আলোচ্য বিষয়বস্তুর উপর অর্থ নির্ভরশীল) |
|---|---|---|---|
| ১ | ﷲ | আল্লাহ | আল্লাহ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২ | الرحمن | আর রাহমান | পরম দয়ালু |
| ৩ | الرحيم | আর-রহী'ম | অতিশয়-মেহেরবান |
| ৪ | الملك | আল-মালিক | সর্বকর্তৃত্বময় |
| ৫ | القدوس | আল-কুদ্দুস | নিষ্কলুষ, অতি পবিত্র |
| ৬ | السلام | আস-সালাম | নিরাপত্তা-দানকারী, শান্তি-দানকারী |
| ৭ | المؤمن | আল-মু'মিন | নিরাপত্তা ও ঈমান দানকারী |
| ৮ | المهيمن | আল-মুহাইমিন | পরিপূর্ন রক্ষণাবেক্ষণকারী |
| ৯ | العزيز | আল-আ'জীজ | পরাক্রমশালী, অপরাজেয় |
| ১০ | الجبار | আল-জাব্বার | দুর্নিবার |
| ১১ | المتكبر | আল-মুতাকাব্বিইর | নিরঙ্কুশ শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী |
| ১২ | الخالق | আল-খালিক্ব | সৃষ্টিকর্তা |
| ১৩ | البارئ | আল-বারী | সঠিকভাবে সৃষ্টিকারী |
| ১৪ | المصور | আল-মুছউইর | আকৃতি-দানকারী |
| ১৫ | الغفار | আল-গফ্ফার | পরম ক্ষমাশীল |
| ১৬ | القهار | আল-ক্বাহার | কঠোর |
| ১৭ | الوهاب | আল-ওয়াহ্হাব | সবকিছু দানকারী |
| ১৮ | الرزاق | আর-রজ্জাক্ব | রিযকদাতা |
| ১৯ | الفتاح | আল ফাত্তাহ | বিজয়দানকারী |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২০ | العليم | আল-আ'লীম | সর্বজ্ঞ |
| ২১ | القابض | আল-ক্ববিদ্ব' | সংকীর্ণকারী |
| ২২ | الباسط | আল-বাসিত | প্রশস্থকারী |
| ২৩ | الخافض | আর-রফীই' | উন্নতকারী |
| ২৪ | الرافع | আর-রফীই' | উন্নতকারী |
| ২৫ | المعز | আল-মুই'জ্ব | সন্মান-দানকারী |
| ২৬ | المذل | আল-মুদ্বি'ল্লু | বেইজ্জতকারী |
| ২৭ | السميع | আস্-সামিই' | সর্বশ্রোতা |
| ২৮ | البصير | আল-বাছীর | সর্ববিষয়-দর্শনকারী |
| ২৯ | الحكم | আল-হা'কাম | অটল বিচারক |
| ৩০ | العدل | আল-আ'দল | পরিপূর্ণ-ন্যায়বিচারক |
| ৩১ | اللطيف | আল-লাতীফ | সকল-গোপন-বিষয়ে-অবগত |
| ৩২ | الخبير | আল-খ'বীর | সকল ব্যাপারে জ্ঞাত |
| ৩৩ | الحليم | আল-হা'লীম | অত্যন্ত ধৈর্যশীল |
| ৩৪ | العظيم | আল-আ'জীম | সর্বোচ্চ-মর্যাদাশীল |
| ৩৫ | الغفور | আল-গফুর | পরম ক্ষমাশীল |
| ৩৬ | الشكور | আশ্-শাকুর | গুনগ্রাহী |
| ৩৭ | العلي | আল-আ'লিইউ | উচ্চ-মর্যাদাশীল |
| ৩৮ | الكبير | আল-কাবিইর | সুমহান |
| ৩৯ | الحفيظ | আল-হা'ফীজ | সংরক্ষণকারী |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৪০ | المقيت | আল-মুক্বীত | সকলের জীবনোপকরণ-দানকারী |
| ৪১ | الحسيب | আল-হাসীব | হিসাব-গ্রহণকারী |
| ৪২ | الجليل | আল-জালীল | পরম মর্যাদার অধিকারী |
| ৪৩ | الكريم | আল-কারীম | সুমহান দাতা |
| ৪৪ | الرقيب | আর-রক্বীব | তত্ত্বাবধায়ক |
| ৪৫ | المجيب | আল-মুজীব | জবাব-দানকারী, কবুলকারী |
| ৪৬ | الواسع | আল-ওয়াসি' | সর্ব-ব্যাপী, সর্বত্র-বিরাজমান |
| ৪৭ | الحكيم | আল-হাকীম | পরম-প্রজ্ঞাময় |
| ৪৮ | الودود | আল-ওয়াদুদ | (বান্দাদের প্রতি) সদয় |
| ৪৯ | المجيد | আল-মাজীদ | সকল-মর্যাদার-অধিকারী |
| ৫০ | الباعث | আল-বাই'ছ' | পুনুরুজ্জীবিতকারী |
| ৫১ | الشهيد | আশ্-শাহীদ | সর্বজ্ঞ-স্বাক্ষী |
| ৫২ | الحق | আল-হা'ক্ব | পরম সত্য |
| ৫৩ | الوكيل | আল-ওয়াকিল | পরম নির্ভরযোগ্য কর্ম-সম্পাদনকারী |
| ৫৪ | القوي | আল-ক্বউইউ | পরম-শক্তির-অধিকারী |
| ৫৫ | المتين | আল-মাতীন | সুদৃঢ় |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৫৬ | الولي | আল-ওয়ালিইউ | অভিভাবক ও সাহায্যকারী |
| ৫৭ | الحميد | আল-হা'মীদ | সকল প্রশংসার অধিকারী |
| ৫৮ | المحصي | আল-মুহছী | সকল সৃষ্টির ব্যপারে অবগত |
| ৫৯ | المبدئ | আল-মুব্দি' | প্রথমবার-সৃষ্টিকর্তা |
| ৬০ | المعيد | আল-মুঈ'দ | পুনরায়-সৃষ্টিকর্তা |
| ৬১ | المحيي | আল-মুহ'য়ী | জীবন-দানকারী |
| ৬২ | المميت | আল-মুমীত | মৃত্যু-দানকারী |
| ৬৩ | الحي | আল-হাইয়্যু | চিরঞ্জীব |
| ৬৪ | القيوم | আল-ক্বাইয়্যুম | সমস্তকিছুর ধারক ও সংরক্ষণকারী |
| ৬৫ | الواجد | আল-ওয়াজিদ | অফুরন্ত ভান্ডারের অধিকারী |
| ৬৬ | الماجد | আল-মাজিদ | শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী |
| ৬৭ | الواحد | আল-ওয়াহি'দ | এক ও অদ্বিতীয় |
| ৬৮ | الصمد | আছ্-ছমাদ | অমুখাপেক্ষী |
| ৬৯ | القادر | আল-ক্বদির | সর্বশক্তিমান |
| ৭০ | المقتدر | আল-মুক্ব্তাদির | নিরঙ্কুশ-সিদ্বান্তের-অধিকারী |
| ৭১ | المقدم | আল-মুক্বদ্দিম | অগ্রসরকারী |
| ৭২ | المؤخر | আল-মুয়াক্খির | অবকাশ দানকারী |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৭৩ | الأول | আল-আউয়াল | অনাদি |
| ৭৪ | الأخر | আল-আখির | অনন্ত, সর্বশেষ |
| ৭৫ | الظاهر | আজ-জ'হির | সম্পূর্নরূপে-প্রকাশিত |
| ৭৬ | الباطن | আল-বাত্বিন | দৃষ্টি হতে অদৃশ্য |
| ৭৭ | الوالي | আল-ওয়ালি | সমস্ত-কিছুর-অনিভাব্বক |
| ৭৮ | المتعالي | আল-মুতাআ'লি | সৃষ্টির গুনাবলীর উর্দ্ধে |
| ৭৯ | البر | আল-বার্ | পরম-উপকারী, অনুগ্রহশীল |
| ৮০ | التواب | আত্-তাওয়াব | তাওবার তাওফিক দানকারী এবং কবুলকারী |
| ৮১ | المنتقم | আল-মুনতাক্বিম | প্রতিশোধ-গ্রহণকারী |
| ৮২ | العفو | আল-আ'ফউ | পরম-উদার |
| ৮৩ | الرؤوف | আর-রউফ | পরম-স্নেহশীল |
| ৮৪ | الملك مالك | মালিকুল-মুলক | সমগ্র জগতের বাদশাহ্ |
| ৮৫ | والإكرام الجلال ذو | যুল-জালালি-ওয়াল-ইকরাম | মহিমান্বিত ও দয়াবান সত্তা |
| ৮৬ | المقسط | আল-মুক্বসিত | হকদারের হক-আদায়কারী |
| ৮৭ | الجامع | আল-জামিই' | একত্রকারী, সমবেতকারী |
| ৮৮ | الغني | আল-গণিই' | অমুখাপেক্ষী ধনী |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৮৯ | المغني | আল-মুগনিই' | পরম-অভাবমোচনকারী |
| ৯০ | المانع | আল-মানিই' | প্রতিহতকারী |
| ৯১ | الضار | আয্-যর | ক্ষতিসাধনকারী |
| ৯২ | النافع | আন্-নাফিই' | কল্যাণকারী |
| ৯৩ | النور | আন্-নূর | পরম-আলো |
| ৯৪ | الهادي | আল-হাদী | পথ-প্রদর্শক |
| ৯৫ | البديع | আল-বাদীই' | অতুলনীয় |
| ৯৬ | الباقي | আল-বাক্বী | চিরস্থায়ী, অবিনশ্বর |
| ৯৭ | الوارث | আল-ওয়ারিস' | উত্তরাধিকারী |
| ৯৮ | الرشيد | আর-রাশীদ | সঠিক পথ-প্রদর্শক |
| ৯৯ | الصبور | আস-সবুর | অত্যধিক ধৈর্যধারণকারী |

## ইসমে আজম ও আল্লাহর সিফাত

## ইসমে আজম কি?

ইসম' শব্দের অর্থ নাম আর 'আজম' শব্দের অর্থ মহান বা শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ তাআলার অনেক নাম রয়েছে। এসব নামের মধ্যে যে নামগুলো দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সবচেয়ে বেশি প্রকাশিত হয়, সেই নামগুলোকে 'ইসমে আজম' বলা হয়। অর্থাৎ ইসমে আজম অর্থ আল্লাহর নামসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নামগুলো।

ইসমে আজমের ব্যাপারে বিজ্ঞ আলেমদের থেকে প্রায় ৪০টি মতামত বর্ণিত হয়েছে, যার মধ্যে আল্লামা সুয়ূতি (রহ.) তাঁর রচিত 'আদ দুররুল মুনাজ্জাম ফিল ইসমিল আজম' নামক

গ্রন্থে ২০টি মতামত উল্লেখ করেছেন। হজরত আবদুল কাদের জিলানি (রহ.) বলেন, "ইসমুল আজম হলো 'আল্লাহ' শব্দ। তবে শর্ত হলো তা পূর্ণ একাগ্রতা ও এখলাসের সঙ্গে বলতে হবে'।" (মিরকাতুল মাফাতিহ, ১/৬)

## ইসমে আজম কোনটি?

রাসুল (সা.) বলেছেন, ইসমে আজম বা মহান কোনো নাম, যদি কোনো ব্যক্তি এ নাম দিয়ে দোয়া করে থাকেন, তাহলে আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করেন। রাসুল (সা.) এ হাদিসের মধ্যে কোনটি ইসমে আজম, সেটি নিশ্চিত করেননি। এখানে শুধু তিনটি পয়েন্ট আলোচনা করা হলো-

একটি হলো, বেশির ভাগ ওলামায়ে কেরামের বক্তব্যমতে, ইসমে আজম হচ্ছে, আল্লাহতায়ালার নাম। পরিপূর্ণতার যতগুলো বৈশিষ্ট্য আছে, সব বৈশিষ্ট্য এর মধ্যে আছে। তাই একদল ওলামায়ে কেরাম বলেছেন যে এটাই ইসমে আজম।

দ্বিতীয়ত হলো, আরেক দল ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, আর রহমান, আর রাহিম এটা ইসমে আজম। যেহেতু কোরআনুল কারিমে আল্লাহ একটি ইসমের মাধ্যেমে তাঁর পরিচয় করে দিয়েছেন।

এরপর আরেক দল ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, আল হাইয়্যুল-কাইয়্যুম, এটা হলো ইসমে আজম। যেহেতু আল্লাহ তাঁর সত্তার মহিমান্বিত দিকগুলো যখন তুলে ধরেছেন, তখন কোরআনুল কারিমের মধ্যে এ তিনটি আয়াতে এ কথা দিয়ে আল্লাহ পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

তবে নবী (সা.) দোয়ার ক্ষেত্রে যে দুটি জিনিস প্রাধান্য দিতেন সেটি হলো, ইয়া জালজালালি ওয়াল ইকরাম এবং ইয়া ইইয়্যু ইয়া ক্বাইয়্যুম বিরহমাতিকা আস্তাগিছ। অনেকে এ কথা বলেছেন যে এটা ইসমে আজম, এ জন্য রাসুল (সা.) এটাকে বেশি প্রাধান্য দিতেন।

# ইসমে আজমের ফজিলত

বিভিন্ন হাদিসে আল্লাহ তাআলার কিছু গুণবাচক নামকে 'ইসমে আজম' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ইসমে আজমের ফজিলতও বর্ণনা করা হয়েছে। হজরত আনাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত : একবার রাসুল (সা.) মসজিদে প্রবেশ করেছেন। এমতাবস্থায় এক লোক নামাজ শেষে এ দোয়া করছিলেন, 'আল্লাহুম্মা লা-ইলাহা ইল্লা আংতার মান্নাম, বাদিয়ুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ইয়া জাল জালালি ওয়াল ইকরাম।' তখন রাসুল (সা.) তাঁকে বললেন, ''তুমি জানো, তুমি কি দিয়ে দোয়া করেছ? তুমি দোয়া করেছ 'ইসমে আজম' দিয়ে, যা দ্বারা দোয়া করলে আল্লাহ কবুল করেন এবং তা দ্বারা কিছু চাইলে আল্লাহ তা প্রদান করেন। '' (সুনানে তিরমিজি : ৩৫৪৪)

হজরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, একদিন রাসুল (সা.) নামাজের পর দোয়ারত জায়েদ ইবনে সামেত (রা.)-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। দোয়াতে তিনি বলছিলেন, 'আল্লাহুম্মা ইন্নি আস-আলুকা বি-আন্না লাকাল হা'মদু লা-ইলা-হা ইল্লা-আনতা ওয়াহ'দাকা লা-শারিকা লাকাল মান্না-ন, ইয়া বাদিআ'স্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বি, ইয়া জাল জালালি ওয়াল ইকরাম। ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম।' তখন রাসুল (সা.) তাঁকে বললেন, 'তুমি আল্লাহর দরবারে ইসমে আজমের মাধ্যমে দোয়া করেছ, যার মাধ্যমে দোয়া করলে আল্লাহ তাআলা কবুল করেন এবং কিছু চাইলে তা দান করেন।' (মুসনাদে আহমদ : ১২২০৫)

হজরত বুরাইদা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) দুজন লোককে এটা বলতে শুনেছেন যে 'আল্লাহুম্মা ইন্নি আস আলুকা, বিআন্নি আশহাদু আন্নাকা আংতাল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লা আংতাল আহাদুস সামাদ, আল্লাজি লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়ালাম ইয়া কুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ।' তখন রাসুল (সা.) বলেন, 'তোমরা আল্লাহর কাছে ইসমে আজমের মাধ্যমে চেয়েছ, যার মাধ্যমে চাইলে আল্লাহ দান করেন এবং দোয়া করলে আল্লাহ কবুল করেন।' ( আবু দাউদ : ১৪৯৩)

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) বলেন, 'ইসমে আজমের ব্যাপারে বর্ণিত হাদিসগুলোর মধ্যে এটি সবচেয়ে বিশুদ্ধ।' (তুহফাতুজ জাকিরিন ১/৮২)

আমাদের দেশের প্রচলিত অজিফার বইগুলোতে অনেক বানোয়াট নামকে ইসমে আজম বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেগুলো আসলে ইসমে আজম নয়। তাই এসব ভুল তথ্যের পেছনে না পড়ে বিজ্ঞ আলেমদের পরামর্শ ও মানসম্মত বই-পুস্তক থেকে ধর্মীয় জ্ঞান অন্বেষণ করাই বাঞ্ছনীয়।

## ইসমে আজম আছে কোন কোন আয়াতে?

হজরত আসমা বিন ইয়াজিদ (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 'ইসমে আজম এই দুটি আয়াতের মধ্যে নিহিত। সুরা বাকারার ৩৬১ নম্বর আয়াত এবং সুরা আল ইমরানের ১ নম্বর আয়াত।' (সুনানে আবি দাউদ : ১৪৯৬)

## হাদিসের বর্ণনায় 'ইসমে আজম'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'ইসমে আজম' সম্পর্কে কিছু বিশেষ বাক্যের দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। তাহলো-

হজরত আবদুল্লাহ ইবনু বুরাইদাহ আল-আসলামি রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর বাবা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে তার দোয়া এভাবে বলতে শুনেন-

**উচ্চারণ :** 'আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা বিআন্নি আশহাদু আন্নাকা আংতাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা আংতাল আহাদুস সামাদুল্লাজি লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ।'

**অর্থ :** 'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি আর সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমিই একমাত্র আল্লাহ, তুমি ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ নেই, তুমি একক সত্তা, স্বয়ংসম্পূর্ণ, যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও কেউ জন্ম দেয়নি, আর তার সমকক্ষ কেউ নেই।'

বর্ণনাকারী বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (ওই ব্যক্তির মুখে এ বাক্যগুলো শুনে) তখন বললেন- 'সেই মহান সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার জীবন! নিঃসন্দেহে এ লোক আল্লাহ তাআলার মহান নামের ('ইসমে আজম'-এর) ওসিলায় তার

কাছে প্রার্থনা করেছে; যে নামের ওসিলায় দোয়া করা হলে তিনি কবুল করেন এবং যে নামের অসিলায় (কোনো কিছু সাহায্য) প্রার্থনা করা হলে তিনি তা দান করেন।' (তিরমিজি, ইবনে মাজাহ)

এ হাদিসের আলোকে দুনিয়ার অনেক হাদিস বিশারদ বলেছেন, এটিই হলো সেই দোয়া; যেটিকে 'ইসমে আজম' বলা হয়।

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এ হাদিসটিকে 'ইসমে আজম'-এর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ হাদিস হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। (ফাতহুল বারি)

এ 'ইসমে আজম' পড়ে আল্লাহ তাআলার কাছে মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে দোয়া করলে অবশ্যই তিনি বান্দার মনের সব ভালো ও কল্যাণকর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেন।

সুতরাং মুমিন মুসলমানের উচিত, নিজেদের একান্ত কল্যাণকর চাওয়া-পাওয়া পূরণে আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতা, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভক্তি এবং আস্থা-ভরসা রেখে সংক্ষেপে 'ইসমে আজম'-এর আমল করা। আল্লাহকে ডেকে ডেকে মনের চাওয়া-পাওয়াগুলো পূরণের আবেদন করা।

## ১.আল্লাহاللهُ

**অর্থঃ আল্লাহ**

আল্লাহ হলেন সাধারণত যার ইবাদত করা হয়, যিনি নির্ভরশীল মা'বূদ এবং সমস্ত সৃষ্টির উপর ইলাহ ও মা'বূদ হওয়ার যোগ্য। তিনি ইলাহ হওয়ার সমস্ত গুণাবলীতে গুণান্বিত।

*-আত-তাফসীর, ৫/৬২০।*

আল্লাহ নিজেই বলেছেন, তাঁর মধ্যে উলুহিয়্যাতের সমস্ত গুণাবলী একত্রিত হয়েছে। তিনিই সমস্ত দিক থেকে একমাত্র ইলাহ হওয়ার যোগ্য যা তাকে একমাত্র মা'বুদ হওয়া আবশ্যক করে, তিনিই একমাত্র প্রশংসা ও শুকরিয়া পাওয়ার অধিকারী, তিনি মহান, মহাপবিত্র, মহাশক্তিধর, মহাসম্মানিত ও মহামর্যাদাবান।

*-প্রাগুক্ত, ১/৩৩; আল-খুলাসা, পৃ. ৮-৯; বাহজাতু কুলুবুল আবরার, পৃ. ১৬৫।*

আল্লাহর নামের মধ্যে আসমাউল হুসনার সমস্ত নাম ও সুউচ্চ সিফাত একত্রিত হয়েছে। আল্লাহই অধিক ভালো জ্ঞাত।

*-আল-হাক্কুল ওয়াদিহ আল-মুবীন, পৃ. ১০৪।*

সূরা ইখলাসে আল্লাহ তায়ালা নিজের পরিচয় দিয়েছেন :

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ০ اللَّهُ الصَّمَد ০ لَمْ يَلِدْ، وَلَمْ يُولَدْ،وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَد ০

অর্থঃ

**বলুন, তিনি আল্লাহ, এক, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।**

**এছাড়াও কোথাও এ বিষয়কে বিভিন্ন পদ্ধতিতে  বর্ণনা করা হয়েছে যেন মানুষ প্রকৃত সত্যকে পূর্ণভাবে বুঝতে পারে। যেমন:**

اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰہٌ وَّاحِدٌ ؕ سُبۡحٰنَہٗۤ اَنۡ یَّکُوۡنَ لَہٗ وَلَدٌ ۘ لَہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الۡاَرۡضِ ؕ

“আল্লাহই তো একমাত্র ইলাহ।কেউ তার পূত্র হবে, তিনি এর অনেক উর্ধ্বে। পৃথিবী ও আকাশের সবকিছুই তার মালিকানাধীন।”

-সূরা নিসা-১৭১

উপলব্ধি : সূরা ইখলাস পাঠকালে যখন উচ্চারণ করি قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد অর্থাৎ বল, তিনি আল্লাহ, এক তখনই যেন এই নামের স্বার্থকতা খুঁজে পাই। “আল্লাহ” এক, তার ক্ষমতা, তার গুণাবলি, তার শক্তি সমস্ত সৃষ্টি হতে পৃথক। যখন গভীর চিন্তায় বিশাল আকাশপানে তাকিয়ে থাকি,তখন মনে হয় সত্যিই কত নিখুঁত, জটিল এ মহাবিশ্ব তাহলে স্রষ্টার আসীম ক্ষমতাতে বিস্মিত হওয়া কী যথেষ্ট নয়? তিনিই তো সেই সত্ত্বা যিনি সকল ইবাদতের যোগ্য। এই চিন্তার মাঝেই মনের গভীর থেকে উচ্চারিত হয় ‘'আল্লাহু আকবর’ ছেদ ঘটে ক্ষণিক চিন্তার। কিন্তু এই ‘আল্লাহু আকবার’ বলায় যে কী গভীর অনুভূতি তা লিখে প্রকাশ করা সম্ভব না, কেবল দীর্ঘশ্বাসের সাথেই অনুভব করা সম্ভব। চারপাশের সকল সৃষ্টিকে দেখেই স্রষ্টাকে উপলব্ধি করা যায়, আর তখনই অনুভব করা যায় ‘'আল্লাহ’ নামের স্বার্থকতা।

## ২.আর রহমানالرحمن

**অর্থঃ পরম দয়ালু, পরম করুণাময়, সবচেয়ে দয়ালু, কল্যাণময়**

আর রহমান শব্দটি দ্বারা মহান আল্লাহর সুমহান সত্ত্বা ও জাত বিষয়ক দয়া বুঝায়।আল্লাহর তায়া'লার দয়া ও করুণা তার সকল সৃষ্টিকে ঘিরে রয়েছে অর্থাৎ সবার জন্য সমান দয়া প্রযোজ্যতা বুঝাতে আর রহমান নামটি।

উপরোক্ত অর্থের প্রতি প্রমাণকারী নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ গভীর ভাবে চিন্তা-ভাবনা করুন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿قَالَ عَذَابِيٓ أُصِيبُ بِهِۦ مَنۡ أَشَآءُۖ وَرَحۡمَتِي وَسِعَتۡ كُلَّ شَيۡءٖ١٥٦﴾ [الاعراف: ١٥٥]

"তিনি বললেন, 'আমি যাকে চাই তাকে আমার আযাব দেই। আর আমার রহমত সব বস্তুকে পরিব্যাপ্ত করেছে।" [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ১৫৫]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٞ رَّحِيمٞ١٤٣﴾ [البقرة: ١٤٣]

"নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, পরম দয়ালু।" [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৪৩]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

﴿فَٱنظُرۡ إِلَىٰٓ ءَاثَٰرِ رَحۡمَتِ ٱللَّهِ كَيۡفَ يُحۡيِ ٱلۡأَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَآۚ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحۡيِ ٱلۡمَوۡتَىٰ٥٠﴾ [الروم: ٥٠]

"অত:এব, আপনি আল্লাহর রহমতের চিহ্নসমূহের প্রতি দৃষ্টি দিন। কিভাবে তিনি জমিনের মৃত্যুর পর তা জীবিত করেন। নিশ্চয় এভাবেই তিনি মৃতকে জীবিত করেন।" [সূরা আর-রূম, আয়াত: ৫০]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

﴿أَلَمۡ تَرَوۡاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَأَسۡبَغَ عَلَيۡكُمۡ نِعَمَهُۥ ظَٰهِرَةٗ وَبَاطِنَةٗۗ٢٠﴾ [لقمان: ٢٠]

“তোমরা কি দেখ না, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য নিয়োজিত করেছেন আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে। আর তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নি‘আমত ব্যাপক করে দিয়েছেন।” [সূরা লুকমান, আয়াত: ২০]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেছেন,

﴿وَمَا بِكُم مِّن نِّعۡمَةٖ فَمِنَ ٱللَّهِۖ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيۡهِ تَجۡـَٔرُونَ٥٣﴾ [النحل: ٥٣]

“আর তোমাদের কাছ যে সব নি‘আমত আছে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। অতঃপর দুঃখ-দুর্দশা যখন তোমাদের স্পর্শ করে তখন তোমরা শুধু তার কাছেই ফরিয়াদ কর।” [সূরা আন-নাহাল, আয়াত: ৫৩]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেছেন,

﴿وَإِن تَعُدُّواْ نِعۡمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحۡصُوهَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٞ رَّحِيمٞ١٨﴾ [النحل: ١٨]

“আর যদি তোমরা আল্লাহর নি‘আমত গণনা কর, তবে তার ইয়ত্তা পাবে না। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” [সূরা আন-নাহাল, আয়াত: ১৮]

অত:পর সূরা আর-রহমান আদ্যোপান্ত গভীর চিন্তা-গবেষণাসহ তিলাওয়াত করুন। এ সূরাতে তাঁর নি‘আমতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। এতে রয়েছে রহমানের রহমতের যাবতীয় উদাহরণ ও নানা ধরণের নি‘আমতের বিস্তারিত বিবরণ। এ কারণেই তিনি তাঁর অনুগত মুমিনদের জন্য জান্নাতে পূর্ণ ও চিরস্থায়ী নি‘আমতের কথা স্মরণ করে দিয়ে সূরাটি শেষ করেন। আর জান্নাতের এ চিরস্থায়ী নি‘আমত আল্লাহর নি‘আমতের অন্যতম প্রভাব। এ কারণেই আল্লাহ তা‘আলা জান্নাতকে রহমত বলেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبۡيَضَّتۡ وُجُوهُهُمۡ فَفِي رَحۡمَةِ ٱللَّهِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ١٠٧﴾ [ال عمران: ١٠٧]

“আর যাদের চেহারা সাদা হবে, তারা তো আল্লাহর রহমতে থাকবে। তারা সেখানে স্থায়ী হবে।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১০৭]

হাদীসে এসেছে, আল্লাহ তা‘আলা জান্নাতকে বলবেন,

«أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي».

“তুমি আমার রহমত, তোমার মাধ্যমে আমি আমার বান্দাদের থেকে যাকে ইচ্ছা রহমত করব।” *সহীহ বুখারী*

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَهُوَ أَرۡحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ٦٤﴾ [يوسف: ٦٣]

“এবং তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।” [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৬৩]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ الوالدة بِوَلَدِهَا».

“মা তার সন্তানের উপর যতটুকু দয়ালু, আল্লাহ তার বান্দার উপর তদাপেক্ষা অধিক দয়ালু।” *সহীহ বুখারী, ৭/৭৫,*

## ৩.আর-রহীমالرحيم

**অর্থঃ অতিশয়-মেহেরবান, অতি দয়ালু**

আর রহিম অর্থ আল্লাহ অসীম দয়ালু, অতি মেহেরবান। দয়া বা করুণার সর্বোচ্চ পর্যায় বুঝাতে আর-রহীম দ্বারা মহান আল্লাহকে ডাকতে হয়। মূলত আর-রহীম নাম দিয়ে শুধুমাত্র মূমীনদের উপর তার করুণা বা দয়ার কথা বলেছেন। বিচার দিবসে বিশ্বাসীদের উপর মহান আল্লাহ সর্বোচ্চ পর্যায়ের দয়া দেখাবেন যা জালিমদের উপর বর্ষিত হবে না,এই গুণ বুঝতে আমরা আল্লাহকে আর-রহীম নামে ডাকতে পারি। আর-রহীম দ্বারা আল্লাহর গুণবাচক কার্যকলাপ প্রকাশ পায়।

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٞ رَّحِيمٞ١٤٣﴾ [البقرة: ١٤٣]

“নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, পরম দয়ালু।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৪৩]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেছেন,

﴿وَإِن تَعُدُّواْ نِعۡمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحۡصُوهَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٞ رَّحِيمٞ١٨﴾ [النحل: ١٨]

“আর যদি তোমরা আল্লাহর নি‘আমত গণনা কর, তবে তার ইয়ত্তা পাবে না। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” [সূরা আন-নাহাল, আয়াত: ১৮]

উপলব্ধি : সবকিছুর শুরুতেই আমরা বলি ‘'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম’' এখানে আল্লাহর সর্বোত্তম নামগুলো উঠে এসেছে। প্রথমে আল্লাহ, তারপর আল্লাহু দয়ালু এবং সবশেষে আল্লাহ অসীম দয়াময় বুঝাতে আর-রহীম। আল্লাহ তিনি অতি দয়ালু অপরিসীম মেহেরবান। তার রহমত তার ক্রোধের উপর প্রাধান্য লাভ করেছে।

«إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الخَلْقَ: إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي».

“আল্লাহ তা‘আলা সমস্ত সৃষ্টিজগতকে সৃষ্টি করার পূর্বে একটি লেখা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। তা হলো “আমার ক্রোধের উপর আমার রহমত অগ্রগামী রয়েছে।” *সহীহ বুখারী, ৮/১৭৬,*

এককথায়, আল্লাহ তাঁর রহমতে সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর অপরিসীম দয়ায় তিনি তাদের কাছে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাঁর রহমতের কারণেই তিনি তাদেরকে আদেশ-নিষেধ করেছেন এবং তাদের জন্য শরী‘আত বিধিবদ্ধ করেছেন। তিনি তাদের প্রতি তাঁর বাহ্যিক ও গোপনীয় নি‘আমতে পরিপূর্ণ করেছেন এবং তাদেরকে সুন্দর সূক্ষ্ম পরিচালনায় পরিচালিত করছেন। তাঁর রহমতেই তিনি তাদেরকে বিভিন্ন স্তরে পরিবর্তন করেন। তাঁর রহমত দুনিয়া ও আখিরাতে ভরপুর। অত:এব, তাঁর রহমত ব্যতীত কোন কিছুই শুভ-সুন্দর হয় না; কোন কাজই তাঁর রহমত ব্যতীত সহজ হয় না; কোন উদ্দেশ্য তাঁর রহমত ব্যতীত অর্জিত হয় না। তাঁর রহমত সব কিছু ঊর্ধ্বে, সবচেয়ে মহান ও সুউচ্চ। মুহসিন মুত্তাকিদের জন্য রয়েছে তাঁর রহমতের পূর্ণ অংশ এবং অপরিসীম কল্যাণ।

মহান আল্লাহর এই অপরিসীম দয়ার গুণ থেকে আমরাও দয়া করুণার গুণবাচক বৈশিষ্ট্যটি চরিত্রে ধারণ করতে পারি।

## ৪. আল-মালিকالملك

**অর্থঃ সর্বকর্তৃত্বময়, অধিপতি, মালিক**

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ٤﴾ [الفاتحة: ٤]

“বিচার দিবসের মালিক।” [সূরা আল-ফাতিহা, আয়াত: ৪]

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿فَتَعَٰلَى ٱللَّهُ ٱلۡمَلِكُ ٱلۡحَقُّۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡكَرِيمِ١١٦﴾ [المؤمنون : ١١٦]

“সুতরাং সত্যিকারের মালিক আল্লাহ মহিমান্বিত, তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই; তিনি সম্মানিত ‘আরশের রব।” [সূরা আল-মুমিনূন, আয়াত: ১১৬]

আল-মালিক (المالك): যার রাজত্ব রয়েছে তিনি মালিক তথা অধিপতি গুণে গুণান্বিত। এটি বড়ত্ব, অহংকার, ক্ষমতা, পরিচালনা ইত্যাদি গুণাবলী। সৃষ্টি, আদেশ-নিদেশ ও প্রতিদান প্রদান যার একচ্ছত্র মালিকানা রয়েছে তিনিই আল-মালিক।আত-তাফসীর, ৫/৬২০। ঊর্ধ্বজগত ও নিম্নজগতের সব কিছুর ওপর তাঁর রয়েছে একচ্ছত্র মালিকানা, সবাই তাঁর দাস-দাসী ও তাঁর কাছেই অভাবী ও মুখাপেক্ষী।আত-তাফসীর, ৫/৬২০। তিনি আদেশদাতা, নিষেধকারী, সম্মানদানকারী, সম্মান হরণকারী, তিনি যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে বান্দার সব কিছু পরিচালনা করেন, তিনি যেভাবে চান সেভাবে তাদের কার্য পরিবর্তন করেন, আসমাউল হুসনার অন্যান্য নামের যে অর্থ রয়েছে তার সবগুলো আল-মালিকের মধ্যে বিদ্যমান, যেমন, আল-আযীয (সর্বশক্তিমান, সর্বাধিক সম্মানিত), আল-জাব্বার (মহাপ্রতাপশালী, অতীব মহিমান্বিত), আল-মুতাকাব্বির (সর্বশ্রেষ্ঠ, গৌরবান্বিত, অহংকারী), আল-হাকাম (মহা বিচারপতি), আল-আদল (ন্যায় বিচাকর), আল-খাফিদ (অবিশ্বাসীদের অপমানকারী), আর-রাফি‘(উন্নীতকারী, উঁচুকারী), আল-মু‘ইয (সম্মান প্রদানকারী), আল-মুযিল (সম্মান হরণকারী), আল-আযীম (মহা মর্যাদাপূর্ণ, অতি বিরাট), আল-জালীল (গৌরবান্বিত), আল-কাবীর (সুমহান, সবচেয়ে বড়), আল-হাসীব (মহা মীমাংসাকারী), আল-মাজীদ (মহিমান্বিত, সম্মানিত), আল-ওয়ালী (সুরক্ষাকারী বন্ধু, অনুগ্রহকারী, অভিভাবক), আল-মুতা‘আলী (সর্বোচ্চ মহিমান্বিত, সুউচ্চ), মালিকুল মুকল (সার্বভৌম

ক্ষমতার অধিকারী), আল-মুতাসাল্লিত (পরিচালক, শাসক, কর্তৃত্বকারী), আল-জামে‘ (একত্রকারী, ঐক্য সাধনকারী) সহ আসমাউল হুসনার অন্যান্য নামসমূহ আল-মালিকের অন্তর্ভুক্ত।আল-হাক্কুল ওয়াদিহ আল-মুবীন, পৃ. ১০৪।

## ৫.আল-কুদ্দুসالقدوس

**অর্থঃ নিষ্কলুষ, অতি পবিত্র**

আল্লাহর নামসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো আল-কুদ্দূস (পূত:পবিত্র, নিখুঁত), আস-সালাম (ত্রুটিমুক্ত) অর্থাৎ সর্ব প্রকারের কমতি, দোষ-ত্রুটি ও সৃষ্টিকুলের সাদৃশ্য থেকে তিনি মহান, পুত:পবিত্র। তিনি যাবতীয় দোষমুক্ত, তাঁর পূর্ণতার সমকক্ষ হওয়ার সাদৃশ্য হওয়া থেকে তিনি পবিত্র। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞ١١﴾ [الشورى: ١١]

“তাঁর মতো কিছুই নেই।” [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১১]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেছেন,

﴿وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ٤﴾ [الاخلاص: ٤]

“আর তাঁর কোন সমকক্ষও নেই।” [সূরা আল-ইখলাস, আয়াত: ৪]

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿هَلۡ تَعۡلَمُ لَهُۥ سَمِيّٗا٦٥﴾ [مريم: ٦٥]

“তুমি কি তাঁর সমতুল্য কাউকে জান?” [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৬৫]

﴿فَلَا تَجۡعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادٗا٢٢﴾ [البقرة: ٢٢]

“সুতরাং তোমরা আল্লাহর জন্য সমকক্ষ নির্ধারণ করো না।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২২]

অত:এব, কুদ্দূস সালামের মতোই, উভয় নামই সর্বদিক থেকে আল্লাহকে দোষ-ত্রুটিমুক্ত করে এবং সর্ব দিক থেকে সর্বময় পরিপূর্ণতা শামিল করে। কেননা যখন ত্রুটিমুক্ত হয় তখন তাতে পরিপূর্ণ পূর্ণতা সাব্যস্ত হয়। “*আত-তাফসীর, ৫/৬২৩।*”

তিনি মহাপবিত্র, মহান, সমস্ত দোষ-ত্রুটি মুক্ত, সৃষ্টির কারো সাথে সাদৃশ্য হওয়া থেকে মুক্ত, দোষ-ত্রুটি ও পূর্ণতার পরিপন্থী যাবতীয় অপূর্ণতা থেকে তিনি মুক্ত। এ মূলনীতি তাঁকে পবিত্র রাখে এবং সর্বদিক বিবেচনায় যত প্রকারের অপূর্ণতা ও ত্রুটি রয়েছে তা থেকে তিনি মুক্ত। তাঁর মতো বা সাদৃশ বা অনুরূপ বা সমকক্ষ বা সমতুল্য বা অংশীদার বা প্রতিপক্ষ ইত্যাদি থেকে তিনি মুক্ত, পুত:পবিত্র। যা কিছু তাঁর মহান ও প্রশস্ত গুণাবলীর কোন একটি গুণকে অপূর্ণ করে বা ত্রুটিযুক্ত করে তা থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত, পুত:পবিত্র। তাঁকে পূর্ণ পুত:পবিত্র ও দোষ-ত্রুটি মুক্ত রাখার আরেকটি উপায় হলো তাঁর জন্য বড়ত্ব, অহংকার ও মহত্বের গুণ সাব্যস্ত করা। কেননা আল্লাহকে দোষ-ত্রুটি মুক্ত রাখার উদ্দেশ্য হলো যাবতীয় খারাপ ধারণা থেকে যেমনটি ধারণা করা হতো জাহেলী যুগে- তাঁকে মুক্ত রাখা। যেমন, বান্দা আল্লাহর গুণ সাব্যস্ত করে বলে, সুবহানাল্লাহ (আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি) অথবা, আল্লাহর পুত:পবিত্রতা বর্ণনা করছি অথবা আল্লাহ মহান ইত্যাদি বলে তখন এসব গুণাবলী তাঁকে যাবতীয় দোষ-ত্রুটি মুক্ত করে সব ধরণের পূর্ণতা সাব্যস্ত করে। *“আল-হাক্কুল ওয়াদিহ আল-মুবীন, পৃ. ৮১-৮২; তাওদীহুল কাফিয়া আশ-শাফিয়া, পৃ. ১২৭।”*

## ৬.আস-সালামالسلام

**অর্থঃ নিরাপত্তা-দানকারী, শান্তি-দানকারী, ত্রাণকর্তা, দোষমুক্ত**

অর্থ ‘যিনি সব দোষ ও ত্রুটি থেকে মুক্ত’। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, هُوَ اللّٰهُ الَّذِیۡ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلۡمَلِکُ الۡقُدُّوۡسُ السَّلٰمُ الۡمُؤۡمِنُ الۡمُهَیۡمِنُ الۡعَزِیۡزُ الۡجَبَّارُ الۡمُتَکَبِّرُ ؕ سُبۡحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا یُشۡرِکُوۡنَ

‘তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই ত্রুটিমুক্ত, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্ষমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত।

তারা যাকে শরিক স্থির করে আল্লাহ তা থেকে পবিত্র, মহান।’ (সুরা : হাশর, আয়াত : ২৩)

আবার কেউ কেউ 'সালাম' শব্দের মূল অর্থ শান্তির সঙ্গে মিল রেখে আল্লাহর এই গুণবাচক নামের অর্থ করেছেন 'শান্তিময়'। যেমন রাসুলুল্লাহ (সা.) নামাজ শেষ করে দোয়া করতেন, হে আল্লাহ! আপনিই শান্তিময় এবং আপনার থেকে শান্তি আসে। আপনি কল্যাণময় এবং সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী।

(সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১২২১)
আল্লামা খাত্তাবি (রহ.) বলেন, 'আল্লাহর গুণ হিসেবে সালাম শব্দের অর্থ হলো তিনি সব দোষত্রুটি, অপূর্ণতা ও বিপদ থেকে মুক্ত, যাতে মাখলুক আক্রান্ত হয়।' (শানুদ দোয়া, পৃষ্ঠা ৪১)
আল্লামা ইবনুল আসির (রহ.) বলেন, 'আল্লাহর গুণবাচক নাম সালামের অর্থ হলো যিনি 'সালামের অধিকারী'। আর সালাম হলো সব দোষত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়া এবং অস্থিরতা ও বিপদমুক্ত (শান্তিময়)।' (জামিউল উসুল : ৪/১৭৬)
আবার সালাম অর্থ যিনি শান্তির প্রসার ও বিস্তার ঘটান।
যেমন ইরশাদ হয়েছে, كُلَّمَآ اَوۡقَدُوۡا نَارًا لِّلۡحَرۡبِ اَطۡفَاَهَا اللّٰه
'যতবার তারা যুদ্ধের আগুন প্রজ্বালিত করে, ততবার আল্লাহ তা নির্বাপিত করেন।' (সুরা : মায়িদা, আয়াত : ৬৪)
হাদিসে আল্লাহর নাম সালাম ও অভিনন্দন প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে সালামকে একই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, নিশ্চয়ই সালাম আল্লাহর একটি নাম। আল্লাহ তা পৃথিবীতে দান করেছেন। তোমরা নিজেদের ভেতর সালামের প্রসার ঘটাও।
(আদাবুল মুফরাদ, হাদিস : ৯৮৯)
আল্লামা কুরতুবি (রহ.) সালামের তিনটি অর্থ বর্ণনা করেছেন। ক. যিনি সব ত্রুটি ও অপূর্ণতা থেকে মুক্ত, খ. যিনি বান্দার প্রতি শান্তি বর্ষণ করেন, গ. যিনি বান্দাদের প্রতি অবিচার করেন না। অর্থাৎ যিনি সবার জন্য নিরাপদ। (তাফসিরে কুরতুবি : ১৮/৪৬)
আল-মাউসুয়াতুল আকাদিয়া

## ৭.আল-মু'মিনالمؤمن

**অর্থঃ নিরাপত্তা ও ঈমান দানকারী, জামিনদার, সত্য ঘোষণাকারী**

আল-মু’মিন হলেন, যিনি তাঁর নিজের পরিপূর্ণ সিফাতের, পূর্নঙ্গ ক্ষমতা ও সৌন্দর্যের প্রশংসা করেছেন, যিনি তাঁর রাসূলগণকে ও তাঁর কিতাবসমূহকে নিদর্শন, দলিল-প্রমাণ ও রাসূলদের সত্যতার প্রমাণস্বরূপ প্রেরণ করেছেন, যা তাদের সত্যতা ও তাদের আনিত কিতাবের বিশুদ্ধতা প্রমাণ করে। “*আত-তাফসীর, ৫/৬২৪।”*

*এ নামের দলিল আল্লাহ তা‘আলার নিম্নোক্ত বাণী,*

﴿هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡمَلِكُ ٱلۡقُدُّوسُ ٱلسَّلَٰمُ ٱلۡمُؤۡمِنُ ٱلۡمُهَيۡمِنُ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡجَبَّارُ ٢٣ ﴾ [الحشر: ٢٣]

*“তিনিই আল্লাহ; যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনিই বাদশাহ, মহাপবিত্র, ত্রুটিমুক্ত, নিরাপত্তাদানকারী, রক্ষক, মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রতাপশালী, অতীব মহিমান্বিত।” [সূরা আল-হাশর, আয়াত: ২৩]*

## ৮.আল-মুহাইমিনالمهيمن

**অর্থঃ পরিপূর্ন রক্ষণাবেক্ষণকারী, রক্ষক, অভিভাবক, প্রতিপালনকারী**

আল-মুহাইমিন হলেন, যিনি যাবতীয় ক্ষুদ্রতম বিষয় ও অন্তরের সব কিছু অবগত, তিনি তাঁর ইলমের দ্বারা সব কিছু বেষ্টন করে রেখেছেন। “*আত-তাফসীর, ৫/৬২৪।”*

*এ নামের দলিল আল্লাহ তা‘আলার নিম্নোক্ত বাণী,*

﴿هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡمَلِكُ ٱلۡقُدُّوسُ ٱلسَّلَٰمُ ٱلۡمُؤۡمِنُ ٱلۡمُهَيۡمِنُ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡجَبَّارُ ٢٣ ﴾ [الحشر: ٢٣]

*“তিনিই আল্লাহ; যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনিই বাদশাহ, মহাপবিত্র, ত্রুটিমুক্ত, নিরাপত্তাদানকারী, রক্ষক, মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রতাপশালী, অতীব মহিমান্বিত।” [সূরা আল-হাশর, আয়াত: ২৩]*

*এ নামের দলিল আল্লাহ তা‘আলার নিম্নোক্ত বাণী,*

﴿هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡمَلِكُ ٱلۡقُدُّوسُ ٱلسَّلَٰمُ ٱلۡمُؤۡمِنُ ٱلۡمُهَيۡمِنُ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡجَبَّارُ ٢٣﴾ [الحشر: ٢٣]

*"তিনিই আল্লাহ; যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনিই বাদশাহ, মহাপবিত্র, ত্রুটিমুক্ত, নিরাপত্তাদানকারী, রক্ষক, মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রতাপশালী, অতীব মহিমান্বিত।" [সূরা আল-হাশর, আয়াত: ২৩]*

*এ নামের দলিল আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী,*

﴿هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡمَلِكُ ٱلۡقُدُّوسُ ٱلسَّلَٰمُ ٱلۡمُؤۡمِنُ ٱلۡمُهَيۡمِنُ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡجَبَّارُ ٢٣﴾ [الحشر: ٢٣]

*"তিনিই আল্লাহ; যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনিই বাদশাহ, মহাপবিত্র, ত্রুটিমুক্ত, নিরাপত্তাদানকারী, রক্ষক, মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রতাপশালী, অতীব মহিমান্বিত।" [সূরা আল-হাশর, আয়াত: ২৩]*

## ৯.আল-আ'জীজ العزيز

**অর্থঃ পরাক্রমশালী, অপরাজেয়, সর্বাধিক সম্মানিত, মহাসম্মানিত**

*আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,*

﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡعَزِيزُ٦٦﴾ [هود: ٦٦]

*"নিশ্চয় আপনার রব, তিনি শক্তিশালী, পরাক্রমশালী।" [সূরা হূদ, আয়াত: ৬৬]*

আল-আযীয হলেন যার রয়েছে সকল মর্যাদা। ক্ষমতার মর্যাদা, বিজয়ের মর্যাদা, কোন কিছু বারণ করার মর্যাদা। সুতরাং সৃষ্টিকুলের কেউ তাঁকে ধরা ছোঁয়া অসম্ভব, কেউ তাঁর সমকক্ষ হওয়া অসম্ভব। তিনি সমস্ত অস্তিত্বশীলকে ধমক ও ক্ষমতার মধ্যে আবদ্ধ রাখেন, সৃষ্টিকুল তাঁর নৈকট্য লাভের প্রচেষ্টায় ব্যস্ত, তাঁর মহা ক্ষমতা ও বড়ত্বের কারণে সবাই তাঁর সমীপে নতশির। *"আত-তাফসীর, ৫/৬২৪।"*

সুতরাং ইজ্জতের তিনটি অর্থের সবগুলোই পূর্ণরূপে মহান আল্লাহর মধ্যে বিদ্যমান। আল-আযীম তথা মহা সম্মানিত নাম তাঁর মহা শক্তির মর্যাদা প্রমাণ করে। আল্লাহর এ নামের

আরেকটি অর্থ আল-কাবীউ (সর্বশক্তিমান, শক্তিশালী), আল-মাতীন (সুদৃঢ়, সুস্থির)। এটি আল্লাহর মহান সিফাত, সৃষ্টিকুলের কেউ এ শক্তির অধিকারী নয়; সে যত বড়ই হোক না কেন। আল-আযীযের আরেক অর্থ পরমুখাপেক্ষীহীনতার মর্যাদা। মহান আল্লাহ যাতীগত ভাবেই মুখাপেক্ষীহীন, কারো কাছে তাঁর কোন প্রয়োজন নেই, বান্দারা সকলে মিলে তাঁর কোন ক্ষতি করতে চাইলেও তারা তাঁর কোন ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না, আবার তারা সবাই মিলে তাঁর কোন উপকার করতে চাইলেও তাঁর কোন উপকার করতে পারবে না; বরং তিনিই ক্ষতিকারী, উপকারকারী, দানকারী এবং তিনিই দান দেওয়া থেকে বারণকারী। তাঁর রয়েছে সমস্ত সৃষ্টির উপর ক্ষমতা, প্রভাব ও বিজয় লাভের মর্যাদা। সমস্ত সৃষ্টিই তাঁর মহত্ব ও বড়ত্বের সামনে বিনয়ী, নতশির এবং তাঁর ইচ্ছায় আনুগত্যশীল। অত:এব, সমস্ত সৃষ্টির ভাগ্য তাঁরই হাতে। তাঁর থেকে এক ইঞ্চি পরিমাণও নড়চড় করে না, তাঁর ইচ্ছা, শক্তি ও অনুমতি ব্যতীত কোন কিছুই পরিবর্তন ও নড়াচড়া করতে সক্ষম নয়। তিনি যা চান তা-ই হয়, আর তিনি যা চান না তা কখনও হবে না। তিনি ব্যতীত কারো কোন শক্তি ও সামর্থ নেই। তাঁর শক্তি ও ইচ্ছার একটি উদাহরণ হলো, তিনি মাত্র ছয় দিনে আসমান, জমিন ও এর মধ্যকার সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি সমস্ত সৃষ্টি সৃষ্টি করেছেন, অত:পর তিনি তাদেরকে মৃত্যু দান করবেন, তিনি আবার তাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন এবং সকলেই তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন করবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿مَّا خَلۡقُكُمۡ وَلَا بَعۡثُكُمۡ إِلَّا كَنَفۡسٖ وَٰحِدَةٍ٢٨﴾ [لقمان: ٢٨]

“তোমাদের সৃষ্টি ও তোমাদের পুনরুত্থান কেবল একটি প্রাণের (সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের) মতই।” [সূরা লুকমান, আয়াত: ২৮]

﴿وَهُوَ ٱلَّذِي يَبۡدَؤُاْ ٱلۡخَلۡقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُوَ أَهۡوَنُ عَلَيۡهِ٢٧﴾ [الروم: ٢٧]

“আর তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেন তারপর তিনিই এর পুনরাবৃত্তি করবেন। আর এটা তো তাঁর জন্য অধিকতর সহজ।” [সূরা আর-রূম, আয়াত: ২৭]

তাঁর কুদরত ও রহমতের নিদর্শন হলো, তিনি জান্নাতীদের সুখ-শান্তি, চিরস্থায়ী অফুরন্ত নি‘আমত ও জাহান্নামীদের নানা ধরণের আযাব সম্পর্কে আগেই বর্ণনা করে দিয়েছেন। *আল-হাক্কুল ওয়াদিহ আল-মুবীন, পৃ. ৪৪-৪৬; আত-তাফসীর, ১/৩৫৬ ও ৫/৫৬৩।*

## ১০.আল-জাব্বারু- الجبار

**অর্থঃ দুর্নিবার, মহাপ্রতাপশালী, অতীব মহিমান্বিত**

এ নামের দলিল হলো, আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡمَلِكُ ٱلۡقُدُّوسُ ٱلسَّلَٰمُ ٱلۡمُؤۡمِنُ ٱلۡمُهَيۡمِنُ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡجَبَّارُ ٢٣ ﴾ [الحشر: ٢٣]

“তিনিই আল্লাহ; যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনিই বাদশাহ, মহাপবিত্র, ক্রটিমুক্ত, নিরাপত্তাদানকারী, রক্ষক, মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রতাপশালী, অতীব মহিমান্বিত।” [সূরা আল-হাশর, আয়াত: ২৩]

শাইখ আস-সা‘দী রহ. বলেছেন, আল-জাব্বার শব্দের অর্থ সমুচ্চ, মহিমান্বিত। আবার এ শব্দের অর্থ আল-কাহহার তথা মহাপ্রতাবশালী, দমনকারী। আবার জাব্বার অর্থ আর-রাঊফ তথা প্রতি স্নেহশীল, সদয় ও সমবেদনা প্রকাশকারী। তিনি ভঙ্গ হৃদয়ের অধিকারী, দুর্বল, অক্ষম, যারা তাঁর কাছে ফিরে আসে ও আশ্রয় চায় তাদের জন্য তিনি অতি স্নেহশীল ও সদয়।

-*আত-তাফসীর, ৫/৬২৪*

এ নামের তিনটি অর্থ রয়েছে। সব অর্থই তাঁর আল-জাব্বার নামের অন্তর্ভুক্ত। তিনি দুর্বল ও তাঁর জন্য নিবেদিত ভঙ্গ হৃদয়কে আশ্রয় দান করেন। ফলে তিনি দুর্বল ভঙ্গ হৃদয়ের অধিকারীকে স্নেহ ও মায়া-মমতা করেন, গরিবকে ধনী করেন, বিপদাপদে পতিত সমস্ত কঠোরতাকে তিনি সহজ করেন, তাঁর তাওফিকে বিপদে আপতিত ব্যক্তিকে স্নেহ করে সাহায্য করেন, তাকে অটল ও ধৈর্যধারণে সহযোগিতা করেন, বিপদে আপতিত ব্যক্তি যথাযথ ভাবে বিপদে ধৈর্যধারণ করলে তাকে এর চেয়েও বেশি পুরস্কার দান করেন, তাঁর বড়ত্ব ও মহত্বের সামনে অনুগত ব্যক্তিকে তিনি মহা পুরস্কার প্রদান করেন, তাঁকে ভালোবাসাকারী অন্তরকে তিনি নানা সম্মান, মর্যাদা ও ঈমানের বিভিন্ন অবস্থাভেদে পুরস্কার

প্রদান করে পুষিয়ে দেন। সুতরাং তাঁকে ভালোবাসা বিনীত হৃদয়ের পুরষ্কার হলো তিনি তাদের কাছেই থাকেন, তারা তাঁকে ডাকলে তিনি তাদের ডাকে সাড়া দেন। কেউ তাঁকে এভাবে ডাকলে, 'হে আল্লাহ আপনি আমাকে স্নেহ ও মায়া প্রদান করুন।' তিনি এ স্নেহ দ্বারা প্রকৃতপক্ষে বান্দার সংশোধন ও যাবতীয় অপছন্দনীয় কাজ থেকে তাকে রক্ষা করা উদ্দেশ্য বুঝায়।

আল-জাব্বারের দ্বিতীয় অর্থ হলো আল-কাহহার তথা মহাপ্রতাবশালী, দমনকারী। সৃষ্টিজগতের যা কিছু তাঁর নৈকট্য অর্জন করে, যা কিছু তাঁর কাছে বিনীত, নিবেদিত এবং অন্য যা কিছু যেভাবেই থাকুক তিনি সবার জন্য আল-জাব্বার তথা মহাপ্রতাবশালী, দমনকারী।

আল-জাব্বার শব্দের আরেক অর্থ সমুচ্চ, মহিমান্বিত। তিনি সব কিছুর ঊর্ধ্বে, তিনি মহিমান্বিত। অত:এব, আল-জাব্বার শব্দের অর্থ আর-রাউফ তথা প্রতি স্নেহশীল, সদয় ও সমবেদনা প্রকাশকারী; আল-কাহহার তথা মহাপ্রতাবশালী, দমনকারী; সমুচ্চ, মহিমান্বিত। আবার কখনো আল-জাব্বারের আরেক অর্থ আল-মুতাকাব্বির তথা সর্বশ্রেষ্ঠ, গৌরবান্বিত, অহংকারী। তিনি যাবতীয় দোষ-ত্রুটি মুক্ত এবং কারো অনুরূপ হওয়া, কেউ তাঁর সমকক্ষ, বিপরীত, উচুঁ, অংশীদার ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য থেকে তিনি মুক্ত।

*-আল-হাক্কুল ওয়াদিহ আল-মুবীন, পৃ. ৭৭; তাওদীহুল কাফিয়া আশ-শাফিয়া, পৃ. ১২৬।*

## ১১.আল-মুতাকাব্বিইর المتكبر

**অর্থঃ নিরঙ্কুশ শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী, সর্বশ্রেষ্ঠ, গৌরবান্বিত, অহংকারী**

আল-মুতাকাব্বির হলেন, যিনি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠত্ব, গৌরব ও অহংকারের কারণে যাবতীয় দোষ-ত্রুটি, কমতি ও ভুল-ভ্রান্তি ইত্যাদি থেকে মুক্ত।

*আত-তাফসীর, পৃ. ৬২৪*

*আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,*

﴿هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡمَلِكُ ٱلۡقُدُّوسُ ٱلسَّلَٰمُ ٱلۡمُؤۡمِنُ ٱلۡمُهَيۡمِنُ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡجَبَّارُ ٱلۡمُتَكَبِّرُۚ سُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشۡرِكُونَ٢٣﴾ [الحشر: ٢٣]

*"তিনিই আল্লাহ; যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনিই বাদশাহ, মহাপবিত্র, ত্রুটিমুক্ত, নিরাপত্তাদানকারী, রক্ষক, মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রতাপশালী, অতীব মহিমান্বিত, তারা যা শরীক করে তা হতে পবিত্র মহান।" [সূরা আল-হাশর, আয়াত: ২৩]*

## ১২.আল-খালিক্ব الخالق

**অর্থঃ সৃষ্টিকর্তা, সৃষ্টিকারী**

**আল-খালিক,** আল-বারী, আল-মুসাওয়ির হলেন যিনি সমস্ত সৃষ্টিজগত সৃজন করেছেন, তিনি পূর্ব আকৃতি ব্যতীত এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর হিকমত অনুসারে তিনি সেগুলোকে সুবিন্যস্ত ও সুকাঠামো গঠন করেছেন, তিনি তাঁর প্রজ্ঞা অনুসারে সৃষ্টিজগতকে আকৃতি দান করেন যখন তারা অস্তিত্বে ছিল না। তিনি এ মহান গুণে সর্বদা ছিলেন ও থাকবেন।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন:

﴿اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَیۡءٍ ۫ وَّ هُوَ عَلٰی كُلِّ شَیۡءٍ وَّكِیۡلٌ ﴿۶۲

আল্লাহ সব কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক।

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেছেন:

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمۡ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ خَالِقُ كُلِّ شَیۡءٍ فَاعۡبُدُوۡهُ ۚ وَ هُوَ عَلٰی كُلِّ شَیۡءٍ وَّكِیۡلٌ ﴿۱۰۲﴾

তিনিই আল্লাহ, তোমাদের রব। তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তিনি প্রতিটি জিনিসের স্রষ্টা। সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদাত কর। আর তিনি প্রতিটি জিনিসের উপর তত্ত্বাবধায়ক

## ১৩.আল-গফ্ফার الغفار

**অর্থঃ পরম ক্ষমাশীল, অতি ক্ষমাশীল**

আল-গাফূর তিনিই যিনি সর্বদা গুনাহ মাফ করেন এবং যারাই তাওবা করেন তাদের তাওবা কবুল করেন। হাদীসে এসেছে, আল্লাহ বলবেন,

«يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً».

"হে আদম সন্তান, যদি তোমরা কেউ পৃথিবী সমপরিমাণ গুনাহ নিয়ে আমার কাছে আস অত:পর আমার সাথে কাউকে শরীক না করে মিলিত হও তাহলে আমি পৃথিবী সমপরিমাণ গুনাহও ক্ষমা করে দিব।" *মুসনাদ আহমাদ, ৫/১৪৭; তিরমিযী, ৫/৫৪৮,*

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿إِنَّ رَبَّكَ وَٰسِعُ ٱلۡمَغۡفِرَةِ٣٢﴾ [النجم : ٣٢]

"নিশ্চয় তোমার রব ক্ষমার ব্যাপারে উদার।" [সূরা আন-নাজম, আয়াত: ৩২]

আল্লাহ তাওবা, ইসতিগফার, ঈমান, ভালো আমল, তাঁর ইবাদতে ইহসান, তাঁর কাছে ক্ষমা চাওয়া, তাঁর দয়া কামনায় শক্তিশালী আশা করা ও আল্লাহর ব্যাপারে ভালো ধারণা করা ইত্যাদি যেগুলোকে আল্লাহর মাগফিরাত লাভের মাধ্যম বানিয়েছেন সেগুলো মাধ্যমে তাঁর ক্ষমা পাওয়ার উপায় তিনি বর্ণনা করেছেন। *আল-হাক্কুল ওয়াদিহ আল-মুবীন, পৃ. ৭৩-৭৪।*

## ১৪.আল-ক্বাহার القهار

**অর্থঃ কঠোর, মহাপ্রতাবশালী, দমনকারী**

আল-কাহহার হলেন যিনি ঊর্ধ্বজগত ও নিম্নজগতের সব কিছুর উপর মহাপ্রতাপশালী ও দমনকারী। তিনি সব মাখলুকের উপর প্রতাপশালী, সকলেই তাঁর মহা সম্মান, মহা শক্তি ও পূর্ণ ক্ষমতার কাছে নতশির। *আত-তাফসীর, ৫/৬২৪ ও ৬/৪৪৮।*

তিনি সৃষ্টিকুলকে দমন করে রাখেন, সকলে তাঁর কাছে বিনয়ী-বিনম্র অথবা তাঁর কুদরত ও ইচ্ছার কাছে বিনীত। ঊর্ধ্ব ও নিম্নজগতের সকল জীব ও সব উপাদান তাঁরই কাছে নতজানু। সুতরাং কোন কিছুর তাঁর এ সম্রাজ্যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত বসবাস করতে পারে না। তিনি যা চান তা হয়ে যায়, আর তিনি যা চান না তা কখনো-ই হবে না। সসস্ত সৃষ্টি তাঁর কাছে অভাবী, মুখাপেক্ষী, তারা সকলেই অক্ষম, নিজেরা নিজেদের উপকার-ক্ষতি, কল্যাণ-অকল্যাণ কিছুই করতে পারে না। অত:পর তাঁর প্রতাবশালীতা তাঁর জীবন, ইজ্জত

ও কুদরতকে অত্যাবশ্যকীয় করে; কেননা কারো পরিপূর্ণ জীবন, পূর্ণ শক্তি ও ক্ষমতা না থাকলে সে সত্ত্বা সৃষ্টকুলের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয় না। *আল-হাক্কুল ওয়াদিহ আল-মুবীন, পৃ. ৭৬; তাওদীহুল কাফিয়া, পৃ. ১২৬।*

*আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,*

﴿قُلِ ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيۡءٖ وَهُوَ ٱلۡوَٰحِدُ ٱلۡقَهَّٰرُ١٦﴾ [الرعد: ١٦]

*"বলুন, 'আল্লাহই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি এক, একচ্ছত্র ক্ষমতাধর'। [সূরা আর-রাদ, আয়াত" ১৬]*

## ১৫.আল-ওয়াহ্হাব الوهاب

**অর্থঃ সবকিছু দানকারী, দানশীল, স্থাপনাকারী**

ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেছেন, আল্লাহর নামসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো, আল-বার (কল্যাণকারী), **আল-ওয়াহহাব (দানশীল, স্থাপনাকারী)**, আল-কারীম (দয়ালু) যিনি সমস্ত সৃষ্টিকে তার কল্যাণ, দান ও দয়ায় বেষ্টন করে রাখেন। তিনি উত্তম মাওলা (অভিভাবক), সর্বদা দানশীল এবং প্রশস্ত দানকারী। আল্লাহর আল-বার (কল্যাণকারী) গুণবাচক নামটি ও এর প্রভাব তাঁর সমস্ত সৃষ্টির উপর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উভয় ভাবেই প্রযোজ্য। কোন সৃষ্টিই তাঁর ইহসান, দয়া ও দান থেকে সামান্য সময়ের জন্যও মুখাপেক্ষীহীন নয়; বরং সর্বদা তাঁর দানের মুখাপেক্ষী। এ গুণ বাচক নামটি তাঁর ব্যাপক রহমত ও দানের উপর প্রমাণ করে যা তিনি সব সৃষ্টিকে তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী দান করে থাকেন। তাঁর দয়া দু'ধরনের। এক প্রকারের দয়া হলো আম তথা সকলের জন্য ব্যাপক। আর আরেক ধরণের দয়া হলো খাস তথা তাঁর নির্দিষ্ট বান্দা ও সৃষ্টির জন্য প্রযোজ্য। আল্লাহ তা'আলার সর্বসাধারণের জন্য রহমত সম্পর্কে তিনি বলেছেন,

﴿رَبَّنَا وَسِعۡتَ كُلَّ شَيۡءٖ رَّحۡمَةٗ وَعِلۡمٗا٧﴾ [غافر: ٧]

"হে আমাদের রব, আপনি রহমত ও জ্ঞান দ্বারা সব কিছুকে পরিব্যপ্ত করে রয়েছেন।" [সূরা গাফের, আয়াত: ৭]

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَرَحۡمَتِي وَسِعَتۡ كُلَّ شَيۡءٖ١٥٦﴾ [الاعراف: ١٥٥]

"আর আমার রহমত সব বস্তুকে পরিব্যাপ্ত করেছে।" [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ১৫৫]

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَمَا بِكُم مِّن نِّعۡمَةٖ فَمِنَ ٱللَّهِ٥٣﴾ [النحل: ٥٣]

"আর তোমাদের কাছ যে সব নি'আমত আছে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে।" [সূরা আন-নাহাল, আয়াত: ৫৩]

আল্লাহর এ প্রকারের রহমত ও দয়ায় সৎ, অসৎ, আসমানের অধিবাসী ও জমিনের অধিবাসী, শরী'আতের মুকাল্লাফ ও গাইরে মুকাল্লাফ সকলকেই অন্তর্ভুক্ত করে।

আর আল্লাহর খাস তথা বিশেষ রহমত ও নি'আমত শুধু মুত্তাকীনদের জন্য। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿فَسَأَكۡتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِـَٔايَٰتِنَا يُؤۡمِنُونَ١٥٦ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلۡأُمِّيَّ١٥٧﴾ [الاعراف: ١٥٥، ١٥٦]

"সুতরাং আমি তা লিখে দেব তাদের জন্য যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যাকাত প্রদান করে। আর যারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনে। যারা অনুসরণ করে রাসূলের, যে উম্মী নবী..।" [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ১৫৫-১৫৬]

﴿إِنَّ رَحۡمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٞ مِّنَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ٥٦﴾ [الاعراف: ٥٥]

"নিশ্চয় আল্লাহর রহমত সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী।" [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ৫৫]

সুলাইমান আলাইহিস সালাম তাঁর দো'আয় বলেছেন,

﴿وَأَدۡخِلۡنِي بِرَحۡمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّٰلِحِينَ١٩﴾ [النمل : ١٩]

"আর তোমার অনুগ্রহে তুমি আমাকে তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর।" [সূরা আন-নামাল, আয়াত: ১৯]

এ বিশেষ রহমত যা নবীগণ ও তাদের অনুসারীরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন এগুলো ঈমান, ইলম, আমল, সর্বদা উত্তম অবস্থা, দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা ও কল্যাণ ইত্যাদির তাওফিক প্রার্থনা করা। আর আল্লাহর বিশেষ বান্দাহদের এগুলো অর্জনই মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য।

## ১৬.আর-রজ্জাকالرزاق

**অর্থঃ রিযিকদাতা**

তিনি সমস্ত সৃষ্টির রিযিকদাতা। উর্ধ্বজগত ও নিম্নজগতের এমন কোন সৃষ্টি নেই যে তাঁর রিযিক ভোগ করে না। সকলেই তাঁর দয়ার সাগরে ডুবে আছে। *তাওদীহুল কাফিয়া আশ-শাফিয়া, পৃ. ১২৮।*

**আল্লাহর রিযিক দু’ধরণের;**

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ٥٨﴾ [الذاريات: ٥٨]

“নিশ্চয় আল্লাহই রিযিকদাতা।” [সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত: ৫৮]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেছেন,

﴿وَمَا مِن دَآبَّةٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزۡقُهَا٦﴾ [هود: ٦]

“আর জমিনে বিচরণকারী প্রতিটি প্রাণীর রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহরই।” [সূরা হূদ, আয়াত: ৬] *আল-হাক্কুল ওয়াদিহ আল-মুবীন, পৃ. ৮৫।*

**প্রথমত:** অর্জনকৃত উপকারী রিযিক, যা বান্দাকে সর্বোচ্চ লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে পৌঁছায়। আর তাহলো তিনি নবী-রাসূলদের মাধ্যমে হিদায়েত ও নসীহত প্রদান করেছেন। এগুলো আবার দু’ধরণের।

**প্রথম প্রকার:** উপকারী ইলম ও সঠিক ঈমানের মাধ্যমে অন্তরের রিযিক। কেননা উপকারী ইলম ও সঠিক আক্বীদা অর্জন ব্যতীত ব্যক্তির অন্তর সংশোধন হয় না এবং তার সফলতাও আসে না। অত:পর উত্তম চরিত্রে চরিত্রবান হতে হয় এবং অসচ্চরিত্রের যাবতীয় দোষ মুক্ত হতে হয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে আগমন করেছেন তা উপরোক্ত দুটি বিষয়ে পরিপূর্ণ যথার্থ। তাঁর পদ্ধতি ব্যতীত কোন পথ খোলা নেই।

**দ্বিতীয় প্রকার:** আল্লাহ তাঁর বান্দাকে হালাল রিযিকের দ্বারা হারাম থেকে মুক্ত রাখবেন এবং তাঁর দয়ায় তিনি ব্যতীত অন্য কারো থেকে মুখাপেক্ষীহীন রাখবেন।

প্রথম প্রকার হলো সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহৎ উদ্দেশ্য আর দ্বিতীয় এ প্রকার প্রথম প্রকারের মাধ্যম। আল্লাহ কোন বান্দাকে উপকারী ইলম, সহীহ ঈমান, হালাল রিযিক ও আল্লাহর বণ্টনে

তুষ্টতা দান করলে সে তার যাবতীয় ব্যাপার পূর্ণ করল এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সব অবস্থা দৃঢ়তার সাথে সঠিক করল। এ প্রকারের রিযিকের ব্যাপারেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে প্রশংসা করেছেন এবং অনেক উপকারী দো'আয় এ ব্যাপারে দো'আ করা হয়েছে।

**দ্বিতীয়ত:** স্রষ্টা জল-স্থলের ভালো-খারাপ সব ধরণের মানুষ ও অন্যান্য সকল প্রাণীর কাছে তাদের জীবিকা নির্বাহের খাদ্য পৌঁছে দেন। তাদের সে খাবার কখনও হালাল থেকে হতে পারে আবার কখনও হারাম থেকে হতে পারে। এ কারণেই আলেমদের মধ্যে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়েছে যে, হারাম খাদ্যকে রিযিক বলা হবে কি-না? এটিকে যদি প্রথম প্রকারের সাধারণ রিযিকের অন্তর্ভূক্ত করা হয়, যা এমনিতেই আসে না; বরং অর্জন করতে হয়, তাহলে এতে হারাম অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেননা বান্দা যখন আল্লাহর কাছে রিযিকের প্রার্থনা করে তখন সে দীনের উপকারী ইলম ব্যতীত অন্য কিছু প্রার্থনা করে না। এটিই হচ্ছে প্রথম প্রকারের রিযিক। আর এখানে রিযিক দ্বারা সাধারণ রিযিক উদ্দেশ্য হলে –দ্বিতীয় প্রকারের রিযিক- এতে হারাম রিযিকও অন্তর্ভুক্ত হবে। জমিনের বুকে সকল প্রাণীর রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহর। নি'আমত ও রহমতের ব্যাপারেও রিযিকের অনুরূপ কথা বলা যায়। - *তাওদীহুল কাফিয়া আশ-শাফিয়া, পৃ. ১২৮-১২৯; আল-হাক্কুল ওয়াদিহ আল-মুবীন, পৃ. ৮৫; আত-তাফসীর, ৫/৬২৬।*

## ১৭.আল ফাত্তাহ الفتاح

**অর্থঃ বিজয়দানকারী, শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী, প্রারম্ভকারী**

আল-ফাত্তাহ হলেন যিনি তাঁর আহকামুশ শর'ঈয়্যাহ, আহকামুল কাদরীয়্যাহ ও আহকামুল জাযায়ের দ্বারা বান্দার মাধ্যে ফয়সালা করেন, যিনি তাঁর স্নেহে ও ভালোবাসায় সাদিকীনদের চক্ষু খুলে দেন, তাঁকে চিনতে, ভালোবাসতে ও তাঁর সমীপে আকুতি-বিনয়ী হতে তাদের অন্তরসমূহ খুলে দেন, তিনি তাঁর রহমত ও নানা ধরণের রিযিকের দরজা খুলে দেন, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভের উপায়সমূহ বলে দেন।

**আল্লাহর ফয়সালা দুধরণের:**

**প্রথমত:** তাঁর দীনি (শরী‘আতের বিধানের মাধ্যমে) ও জাযায়ী (প্রতিদান দানের মাধ্যমে) হুকুমে ফয়সালা করা।

**দ্বিতীয়ত:** তাঁর কাদরী হুকুম তথা তাকদীরে ইতিপূর্বে যা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন সে অনুসারে ফয়সালা করা।

তাঁর দীনি হুকুমের দ্বারা ফয়সালা বলতে বুঝায়, নবী-রাসূলদের মাধ্যমে মুকাল্লিফদের প্রয়োজনীয় যেসব বিধান শরী‘আতে বিধিবদ্ধ করেছেন সেসব বিধানে ফয়সালা এবং তারা সেসব সরল-সঠিক পথে সুদৃঢ় ভাবে চলত। আর জাযায়ী হুকুমের দ্বারা ফয়সালা বলতে বুঝায়, তাঁর নবী-রাসূল ও তাদের বিরোধীদের মধ্যে, তাঁর প্রিয়জন (অলীদের) ও তাদের শত্রুদের মধ্যে যেসব বিরোধ ছিল তিনি তাঁর নবী-রাসূল ও তাদের অনুসারীদেরকে সাহায্য করে সম্মানিত করেছেন ও বিজয় দান করেছেন; পক্ষান্তরে তাদের বিরোধী শত্রুদেরকে লাঞ্ছিত-অপমানিত ও পরাজিত করেছেন। এমনিভাবে কিয়ামতের দিনে তাঁর মহাফয়সালা এবং সে দিন সৃষ্টিকুলের প্রত্যেক আমলকারীকে তাদের আমল অনুযায়ী ফয়সালা করবেন। অন্যদিকে তাঁর কাদরী হুকুম বলতে বুঝায়, তিনি বান্দার ভাগ্যে ভালো-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ, উপকার-ক্ষতি ও দান-বারণ যা কিছু নির্ধারণ করে রেখেছেন সে অনুসারে ফয়সালা করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿مَّا يَفۡتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحۡمَةٖ فَلَا مُمۡسِكَ لَهَاۖ وَمَا يُمۡسِكۡ فَلَا مُرۡسِلَ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدِهِۦۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ٢﴾ [فاطر: ٢]

“আল্লাহ মানুষের জন্য যে রহমত উন্মুক্ত করে দেন তা আটকে রাখার কেউ নেই। আর তিনি যা আটকে রাখেন, তারপর তা ছাড়াবার কেউ নেই। আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।” [সূরা ফাতির, আয়াত: ২]

অত:এব, রাব্বুল আলামীন হলেন শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী ও সম্যক পরিজ্ঞাত। তিনি তাঁর বাধ্য বান্দাদেরকে তাঁর দান ও সম্মানের ভাণ্ডার থেকে দান করে ফয়সালা করবেন, আর তাঁর শত্রুদেরকে অপমানিত ও শাস্তি দিয়ে ফয়সালা করবেন। এটিই তাঁর দয়া ও ন্যায় পরায়নতা।

*এ নামের দলিল হলো আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী,*

﴿قُلۡ يَجۡمَعُ بَيۡنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفۡتَحُ بَيۡنَنَا بِٱلۡحَقِّ وَهُوَ ٱلۡفَتَّاحُ ٱلۡعَلِيمُ٢٦﴾ [سبا: ٢٦]

*“বলুন, আমাদের রব আমাদেরকে একত্র করবেন। তারপর তিনি আমাদের মধ্যে সঠিকভাবে ফয়সালা করবেন। আর তিনিই শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী ও সম্যক পরিজ্ঞাত।” [সূরা সাবা’, আয়াত : ২৬]*

## আল্লাহর সিফাত নিয়ে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা

আল্লাহর সিফাত বা গুণাবলী নিয়ে কিছু প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে, যা ইসলামী আকীদার (বিশ্বাসের) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এখানে কিছু ভ্রান্ত ধারণা ও তাদের সংশোধিত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হলো:

আল্লাহকে মানুষের মতো কল্পনা করা:

ভ্রান্ত ধারণা: আল্লাহকে মানুষ বা কোনো সৃষ্টি প্রাণীর মতো কল্পনা করা বা তার গুণাবলীকে মানুষের গুণাবলীর সাথে তুলনা করা।
সঠিক ব্যাখ্যা: আল্লাহ সম্পূর্ণ অনন্য এবং তার কোন সমকক্ষ নেই। কুরআনে বলা হয়েছে, "তাঁর সমতুল্য কেউ নেই" (সূরা আল-ইখলাস, ১১২:৪)। তাই আল্লাহর গুণাবলী মানবীয় বৈশিষ্ট্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।
আল্লাহর গুণাবলী কেবলমাত্র প্রতীকী:

ভ্রান্ত ধারণা: আল্লাহর সিফাত বা গুণাবলী কেবল প্রতীকী এবং তাদের কোনো বাস্তবিক অর্থ নেই।
সঠিক ব্যাখ্যা: আল্লাহর সব গুণাবলী বাস্তব এবং কার্যকরী। প্রতিটি নাম এবং গুণাবলী আল্লাহর এক বা একাধিক নির্দিষ্ট গুণকে প্রকাশ করে, যা আমাদের বিশ্বাস এবং আচার-আচরণে প্রভাব ফেলে।
সকল সিফাত একই রকম:

ভ্রান্ত ধারণা: আল্লাহর সব গুণাবলী এক এবং তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।
সঠিক ব্যাখ্যা: আল্লাহর প্রত্যেকটি গুণাবলী তার একক বিশেষত্ব ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রকাশিত হয়। যেমন, আল-রহমান (পরম দয়ালু) এবং আল-আদল (ন্যায়পরায়ণ) দুটি ভিন্ন গুণাবলী, যা আল্লাহর দয়া ও ন্যায়পরায়ণতার প্রতিফলন।
আল্লাহর গুণাবলীকে মানসিকভাবে না বুঝতে চাওয়া:

ভ্রান্ত ধারণা: আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে কিছু জানা যায় না এবং তাদের বোঝা যায় না।
সঠিক ব্যাখ্যা: যদিও আল্লাহর গুণাবলী সম্পূর্ণরূপে বোঝা মানুষের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার বাইরে, তবে কুরআন এবং হাদীসের মাধ্যমে আমরা কিছুটা জানতে পারি এবং সেই অনুযায়ী আমল করতে পারি।
আল্লাহর গুণাবলীকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করা:

ভ্রান্ত ধারণা: আল্লাহর গুণাবলীকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে দেখা, যেমন আল্লাহর দয়া ও ক্ষমা একটি অংশ এবং তাঁর ন্যায়বিচার অন্য একটি অংশ।
সঠিক ব্যাখ্যা: আল্লাহ একক এবং তাঁর গুণাবলীও একক, যা আল্লাহর সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ। আল্লাহর সব গুণাবলী একই সাথে বিদ্যমান এবং কার্যকরী।
এছাড়া, আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জনের জন্য কুরআন ও সহীহ হাদীসের উপর নির্ভর করা উচিত এবং কোন ভ্রান্ত ধারণা থেকে বিরত থাকা উচিত। ইসলামিক পন্ডিতদের থেকে পরামর্শ নেয়াও উপকারী হতে পারে।

## আল্লাহর নামে মানুষের নাম রাখা যাবে কি?

ইসলামিক মতানুসারে, হুবহু এই নামগুলো দ্বারা কোনো ব্যক্তির নামকরণ করার অনুমতি নেই। উদাহরণস্বরূপ: কারো নাম সরাসরি "আল-মালিক" রাখা যাবে না, বরং "মালিক"

রাখা যেতে পারে। এটা এই বিশ্বাসের কারণে যে, কোনো সৃষ্টি, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ'র সমকক্ষ হতে পারে না। তাই নামগুলো ব্যবহার করা যাবে; কিন্তু "আল-" শব্দাংশ-সহ ব্যবহার করা যাবে না। অধিকন্তু, কিছু নাম ব্যবহার করা একেবারেই নিষিদ্ধ; কারণ সেই গুণাবলীগুলো মানুষের সম্পূর্ণ আয়ত্তের বাইরে। যেমন: "আল্লাহ", "খালিক্ব" ইত্যাদি।
তবে, যেকোনো নামের প্রথমে (ক্ষেত্রভেদে) "আব্দ"/"আব্দুল"/"আব্দুর"/"আব্দুস" শব্দাংশ (বাংলায় যার অর্থ "দাস" বা "গোলাম") যোগ করে সেটাকে কোনো ব্যক্তির নাম হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। যেমন: "খালিক্ব" (অর্থাৎ "সৃষ্টিকর্তা") ব্যক্তির নাম হিসেবে নিষিদ্ধ হলেও "আব্দুল খালিক্ব" (অর্থাৎ "সৃষ্টিকর্তার গোলাম") নামটি খুবই গ্রহণযোগ্য এবং মুসলমান সমাজে প্রচলিত।

## আল্লাহর নামগুলোর মানবজীবনে প্রভাব

আল্লাহর ৯৯টি নাম, যেগুলোকে ইসলামে "আসমা উল হুসনা" বলা হয়, প্রতিটি নামের মধ্যে নির্দিষ্ট গুণাবলী এবং বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা মানবজীবনে বিভিন্নভাবে প্রভাব ফেলে। এই নামগুলো বিশ্বাসী মুসলমানদের জীবনে নির্দেশনা এবং অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে। এখানে কিছু নাম এবং তাদের মানবজীবনে প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হলো:

আল-রহমান (পরম দয়ালু): দয়া এবং করুণা প্রদর্শনের গুরুত্ব শিখিয়ে দেয়। এই নামটি মানুষকে উদার এবং সহানুভূতিশীল হতে অনুপ্রাণিত করে।

আল-রহিম (চির দয়ালু): আল্লাহর অসীম দয়ার প্রকাশ। মানুষকে মনে করিয়ে দেয় যে আল্লাহ সবসময় তাদের পাশে আছেন এবং তাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করেন।

আল-মালিক (রাজাধিরাজ): আল্লাহর সার্বভৌমত্বের প্রতি বিশ্বাস এবং আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য মানুষকে উৎসাহিত করে।

আল-কুদ্দুস (পবিত্রতম): আল্লাহর পবিত্রতার স্মরণ করিয়ে দেয়, যা মানুষকে পবিত্রতা এবং নৈতিক শুদ্ধতার পথ অনুসরণ করতে উৎসাহিত করে।

আস-সালাম (শান্তি দাতা): শান্তি এবং নিরাপত্তার গুণাবলী উন্নীত করে। এটি মানুষকে শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ জীবনের প্রচেষ্টা করতে অনুপ্রাণিত করে।

আল-মুমিন (বিশ্বাসযোগ্য): আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং আস্থা জাগায়। এই নামটি মানুষকে সত্যবাদী এবং বিশ্বাসযোগ্য হতে শিক্ষা দেয়।

আল-আলিম (সর্বজ্ঞানী): আল্লাহর সর্বজ্ঞতার স্বীকৃতি প্রদান করে। এটি মানুষকে জ্ঞান অর্জন এবং গবেষণা করতে উৎসাহিত করে।

আল-হাকিম (জ্ঞানী): আল্লাহর প্রজ্ঞা ও জ্ঞান প্রদর্শন করে। এই নামটি মানুষকে বিচক্ষণতা এবং প্রজ্ঞার সাথে জীবন পরিচালনা করতে অনুপ্রাণিত করে।

আল-আদল (ন্যায়পরায়ণ): আল্লাহর ন্যায়বিচারের উপর জোর দেয়। এটি মানুষকে ন্যায়বিচার, সৎ এবং সঠিক পথে চলার শিক্ষা দেয়।

আস-সাবুর (অতিশয় ধৈর্যশীল): ধৈর্য ধারণ করার গুরুত্ব শিখায়। এটি মানুষকে জীবনের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ধৈর্য এবং সহনশীল হতে অনুপ্রাণিত করে।

আল্লাহর নামগুলি বিশ্বাসী মুসলমানদের জন্য অনুপ্রেরণা এবং নির্দেশনার উৎস হিসেবে কাজ করে। তারা আল্লাহর গুণাবলী অনুসরণ করে তাদের জীবনকে উন্নত করতে এবং সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে চেষ্টা করেন।